দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 09 JUL 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

10

বরিশাল জেলায় ৩০ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রীতিমত ক্লাস হয় না

বরিশাল হইতে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি জানান : জেলার শতকরা ৩০ ভাগ প্রাইমারী স্কুলে কোন ক্লাস হয় না। শিক্ষকেরা রীতিমত ক্লাস করেন না। শিক্ষার্থীরাও সেই কারণে ক্লাসে উপস্থিত হয় না। পরিদর্শকেরা তাহাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন না।

জেলায় ৯৪২টি সরকারী প্রাইমারী স্কুল ও ১৯৩টি বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল রহিয়াছে। সরকারী স্কুলগুলির শিক্ষার্থীর সংখ্যা দুই লক্ষাধিক। আর বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলির শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮ হাজার ৬৯১। এই জেলায় সরকারী প্রাইমারী স্কুলে ৯০২ জন প্রধান শিক্ষক ও ৩ হাজার ২৪৫ জন সহকারী শিক্ষক কর্মরত। বেসরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষকের সংখ্যা ১৯৩ জন ও সহকারী শিক্ষকের সংখ্যা ৭৭২ জন।

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

বরিশাল জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়

(১ম পৃঃ পর)

সরকারী প্রাইমারী স্কুলে ৩৮টি প্রধান শিক্ষক ও ৯৭টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য। এতদসত্ত্বেও ক্লাস রীতিমত হয় না। স্কুলগুলি সকাল ১০টায় শুরু ও বিকাল ৪টায় শেষ হওয়ার কথা থাকিলেও শতকরা ৬০ ভাগ স্কুল দুপুর ২টায় শেষ হইয়া যায়। বহু প্রাইমারী স্কুল সকালে ক্লাস চালাইতেছে। কাগজে-কলমে ৭-১১টা ক্লাস উল্লেখ থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ৮-১১টা ক্লাস চলে। মর্নিং স্কুল চালাইবার কোন উল্লেখযোগ্য কারণ বর্তমানে নাই। মর্নিং স্কুলের শিক্ষকেরা সকাল ১১টার পর অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাঁহারা ব্যক্তিগত কাজ ঐ সময়ের পর সমাধা করেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নির্দেশে নাকি এই মর্নিং স্কুল চলিতেছে। এই শহরেও বেশ কয়েকটি স্কুল মর্নিং শিফটে চলে। অথচ অন্যান্য স্কুল দিবাভাগে চলিতেছে। এই ব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিসার জানান, উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নির্দেশে মর্নিং স্কুল চলিতেছে।

গত এক মাসে বিভিন্ন উপজেলা সফর করিয়া দেখা গিয়াছে শতকরা ৩০ ভাগ স্কুলে কোন ক্লাস হয় না। গত ৮ই জুন মাধবপাশা-চাখার সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত তিনটি সরকারী প্রাইমারী স্কুলের একটিতেও কোন ক্লাস হয় নাই। ঐ এলাকা বেলা ১২টায় সফরকালে দেখা গিয়াছে একটি স্কুলের ভিতর শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করিতেছে—শিক্ষক নাই, একটি স্কুলে শিক্ষকরা গালগল্পে মত্ত—শিক্ষার্থীরা অনুপস্থিত এবং শেষোক্ত স্কুলে ছাত্র-শিক্ষক কেহ নাই। বিভিন্ন উপজেলার সরকারী প্রাইমারী স্কুলের এই একই রূপ দেখা গিয়াছে। শতকরা ৭০ ভাগ স্কুলে ক্লাস চলে তবে ২টার মধ্যে স্কুল ছুটি হইয়া যায়। ঐ সকল স্কুলেও রীতিমত শিক্ষকেরা হাজির হন না।

স্কুলের কাজকর্ম তদারকীর জন্য প্রতিটি উপজেলায় শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা রহিয়াছেন। প্রতি ১৫-২০টি প্রাইমারী স্কুল পরিদর্শনের জন্য একজন সহকারী শিক্ষা অফিসার নিয়োজিত রহিয়াছেন। শিক্ষকের নিয়মিত হাজিরা পরীক্ষা, শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভিবাবক ও কমিটির সদস্যদের সহিত সভা অনুষ্ঠান ও মাসে অন্ততঃ একবার স্কুল পরিদর্শনের দায়িত্বে সরাসরি সহকারী শিক্ষা অফিসার নিয়োজিত থাকেন। সহকারী শিক্ষা অফিসারের উপর উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং জেলা শিক্ষা অফিসার কার্যরত রহিয়াছেন। অথচ কোন কর্মকর্তাই স্কুলগুলি নিয়মিত পরিদর্শন করেন না। বেশীরভাগ সহকারীশিক্ষা অফিসার অফিস পর্যন্ত করেন না। তাঁহারা স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত থাকেন। মাসের শেষে রিটার্ণ দাখিল করেন। স্কুল পরিদর্শনে না যাইয়াও পরিদর্শন রিপোর্ট প্রদান করেন। শুধু প্রধান শিক্ষক পরিদর্শন বই তাহাদের নিকট সরবরাহ করেন। সহকারী শিক্ষা অফিসারদের বেশীর ভাগ নিজ নিজ উপজেলায় কর্মরত রহিয়াছেন। তাঁহাদের জেলার বাহিরে বদলি করা হইলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইতে পারে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

এই ব্যাপারে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার (প্রাইমারী) সহিত আলাপ করা হইলে তিনি জানান, অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা চালানো হইতেছে। জেলা প্রশাসক মোঃ সাইফুদ্দিন জানান : বেশীরভাগ প্রাইমারী স্কুল সঠিকমত চলিতেছে না। কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের অভাবে অচলাবস্থা দেখা দিয়াছে।